SME NEWS
এসএমই নিউজ
এসএমই ফাউন্ডেশনের ত্রৈমাসিক নিউজলেটার
এসএমই ফাউন্ডেশন
বর্ষ ০৯ | সংখ্যা ২৮ | অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯ আয়োজন

চরকা ঘুরিয়ে ফেস্টিভ্যাল ২০১৯-এর উদ্বোধন করছেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি; শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি; সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত ও অতিথিবৃন্দ

সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি

বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্য নিয়ে ২৩-২৬ অক্টোবর 'হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯' আয়োজন করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশন ও অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স অব বাংলাদেশ (এএফডিবি)-এর যৌথ উদ্যোগে ঢাকার গুলশানের গার্ডেনিয়া গ্র্যান্ড হলে দ্বিতীয়বারের মত এ আয়োজনে ৪৫টি ঐতিহ্যবাহী তাঁত ও কারুপণ্য প্রতিষ্ঠান অংশ নেয়। ২০১৮ সাল থেকে এই ফেস্টিভ্যাল আয়োজনের প্রধান উদ্দেশ্য বাংলার গৌরবময় ঐতিহ্য ও কৃষ্টির অংশ হিসেবে দৈনন্দিন জীবনে ঐতিহ্যবাহী তাঁতপণ্যের ব্যবহার প্রদর্শন, প্রচার, প্রসার ও বাজারজাতকরণের সুযোগের মাধ্যমে কর্মসংস্থান সৃষ্টি এবং তাঁতপণ্য প্রস্তুতকারক, শীর্ষস্থানীয় ডিজাইনার ও ক্রেতাদের মধ্যে সংযোগ তৈরি, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে স্থানীয় তাঁত ও হস্তশিল্প পণ্য প্রস্তুতকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন করা এবং বাংলার ঐতিহ্যবাহী পণ্যের বিলুপ্তি রোধ করা। ৪দিনব্যাপি প্রদর্শনীতে ক্রেতা-দর্শনার্থীদের জন্য তুলে ধরা হয় নকশিকাঁথা; বেনারসি, টাঙ্গাইল, ও জামদানি শাড়ি; সিরাজগঞ্জের শাড়ি-লুঙ্গী-গামছা, মণিপুরী কাপড়, রাঙ্গামাটির চাকমা ও অন্যান্য উপজাতিদের তৈরি কাপড়; খাদি, রাজশাহী সিল্ক, পাটজাত শতরঞ্জি, ও বাঁশ-বেত পণ্য, পটচিত্রসহ ঐতিহ্য আর বৈচিত্রময় বাহারি তাঁত ও কারুপণ্য। বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে তাঁতির উৎপাদিত বাহারি পণ্যের বিক্রয় ও প্রদর্শনীসহ দেশের শীর্ষস্থানীয় চিত্রশিল্পী ও ডিজাইনারদের তৈরি দৈনন্দিন ব্যবহার্য পণ্য ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শন করা হয়। প্রদর্শনীর পাশাপাশি এসব পণ্যের বুনন প্রক্রিয়াও ফেস্টিভ্যালে প্রদর্শিত হয়। প্রতিদিনই ফেস্টিভ্যালে লোকজ শিল্পীদের সঙ্গীত পরিবেশনা, ফ্যাশন শো, সেমিনার, ক্রেতা-বিক্রেতা ম্যাচমেকিং ইভেন্টসহ নানা আয়োজন ছিল। এবারের ফেস্টিভ্যালে উদ্যোক্তারা ৪৩ লাখ ৮৪ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি ও ৬২ লাখ ২৫ হাজার টাকার পণ্যের অর্ডার পান। উল্লেখ্য, ২০১৮ সালে উদ্যোক্তারা হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যালে ৩৪ লাখ ৮৩ হাজার টাকার পণ্য বিক্রি এবং ৪৪ লাখ ২ হাজার টাকার পণ্যের অর্ডার পান। মেলা প্রতিদিন সকাল ১০টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত সর্বসাধারণের জন্য উন্মুক্ত ছিল।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠান

২৩ অক্টোবর ২০১৯ হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যালের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান, এমপি। অনুষ্ঠানে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বিশেষ অতিথি ছিলেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য রাখেন ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম। প্রধান অতিথির বক্তব্যে তাঁতশিল্পে তরুণ-উদ্যোক্তাদের অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রী বলেন, তাঁতপণ্যের সম্ভাবনায় তরুণ ও নবীন-উদ্যোক্তাদের কঠোর পরিশ্রম করতে হবে। সরকারের জন্য অপেক্ষা না করে দেশের বিভাগীয় শহরগুলোতে মিউজিয়াম তৈরির চেষ্টা করতে হবে। এক্ষেত্রে সরকারের সহযোগিতা অব্যাহত থাকবে। সরকার স্টার্ট আপ বা নতুন উদ্যোক্তাদের জন্য চলতি অর্থবছরের বাজেটে ১০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে জানিয়ে এসএমই খাতের জন্য আরো ১০০ বা ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ রাখার পক্ষে মত দেন পরিকল্পনা মন্ত্রী। বিশেষ অতিথির বক্তব্যে শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি বলেন, তাঁতপণ্য নিয়ে বাংলাদেশের উদ্যোক্তাদের কর্মকাণ্ড বিদেশেও প্রসারিত করতে হবে। তার মতে, এ ধরনের মেলা উদ্যোক্তাদের বাজার প্রসারে ভূমিকা পালন করবে। সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত বলেন, 'তাঁত আমাদের শিল্প। মধ্যযুগেও আমরা এ বিষয়ে পারদর্শী ছিলাম। এ শিল্পে যাতে আমাদের অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য টিকিয়ে রাখতে পারি, সেদিকে আমাদের নজর দেয়া প্রয়োজন'। এছাড়া অনুষ্ঠানে মেলা আয়োজনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে এএফডিবি সভাপতি মানতাশা আহমেদ বলেন, স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সাথে স্থানীয় তাঁতপণ্য প্রস্তুতকারকদের মধ্যে সংযোগ স্থাপন ও বাংলাদেশের ঐতিহ্যবাহী পণ্যের বিলুপ্তি রোধ কল্পে এই মেলার পরিসর আরো বাড়ানোর পরিকল্পনা করছে এএফডিবি।

বিদেশি কূটনীতিকদের জন্য বিশেষ আয়োজন

ফেস্টিভ্যালের দ্বিতীয় দিন, ২৪ অক্টোবর ২০১৯ কেবলমাত্র বিদেশি দর্শনার্থীদের জন্য নির্ধারণ করা হয়, ঐদিন বাংলাদেশে অবস্থিত বিভিন্ন বিদেশি দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত ও কর্মকর্তাগণসহ বিদেশি অতিথিবৃন্দকে আমন্ত্রণ জানানো হয় এবং দিনটিকে 'ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ডে' উল্লেখ করা হয়। মেলার এই বিশেষ আয়োজনে প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি ছিলেন যথাক্রমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী এবং জাপানী রাষ্ট্রদূত নাওকি ইতো।

(অবশিষ্ট দ্বিতীয় পৃষ্ঠায়)

হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯

(প্রথম পৃষ্ঠার পর)

বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক সেমিনার

তাঁতপণ্য বাংলাদেশের বৃহত্তম এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কুটিরশিল্প পণ্য, এসব পণ্য দেশের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। যুগোপযোগী পণ্য উৎপাদন ও বৃহৎ মার্কেট ব্যবস্থার সাথে সমান গতিতে বয়ন ও কারুশিল্পের প্রসারের জন্য আধুনিক প্রযুক্তির ব্যবহার অত্যাবশ্যক। বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণের যুগোপযোগী তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধিতে হেরিটেজ হ্যান্ডলুম ফেস্টিভ্যাল ২০১৯-এর অংশ হিসেবে বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক একটি সচেতনতামূলক সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। ২৬ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারের কর্মপরিধি ছিলো ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহারের মাধ্যমে বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়ন সম্পর্কে আলোচনা। মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার মাধ্যমে সেমিনারটির মূল পর্ব শুরু হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান মোঃ রফিকুল ইসলাম। উপস্থাপিত প্রবন্ধের ওপর উন্মুক্ত আলোচনায় অতিথি, ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি সেবা প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারী এসএমই উদ্যোক্তাগণ বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির প্রয়োজনীয়তা ও করণীয় সম্পর্কে আলোচনা করেন। সেমিনারে ৫০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

সমাপনী অনুষ্ঠান

২০১৯ সালের ২৬ অক্টোবর বিকাল ৩টায় ফেস্টিভ্যালের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম এবং সংস্কৃতি বিষয়ক সচিব ড. মোঃ আবু হেনা মোস্তফা কামাল এনডিসি। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে শিল্পমন্ত্রী বলেন, তাঁত শিল্পকে উন্নত ও সমৃদ্ধশালী করার যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সরকার এ শিল্পের উন্নয়নে যথেষ্ট পদক্ষেপ নিয়েছে। দেশে টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। তাঁতিদের জন্য বিভিন্ন ঋণ কর্মসূচি চালু করেছে। দক্ষতা উন্নয়নে দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট করা হয়েছে। এছাড়া শিল্পমন্ত্রী তাঁত শিল্পের উৎপাদন বৃদ্ধিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আশ্বাস দেন। সমাপনী অনুষ্ঠানে অ্যাসোসিয়েশন অব ফ্যাশন ডিজাইনার্স অব বাংলাদেশের সভাপতি মানতাশা আহমেদ বলেন, শুধু ফেস্টিভ্যাল আয়োজন নয়, বরং বছরব্যাপি তাঁতপণ্য বিক্রয়ের জন্য অনলাইন শপ, বিমানবন্দরে দোকান বরাদ্দ, প্রতিটি বিভাগে তাঁত মিউজিয়ামের পাশাপাশি কটেজ ইন্ডাস্ট্রি শপ, বছরে একবার তাঁত সপ্তাহ পালন এবং তাঁত পণ্যের প্রচারের বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মেলার আয়োজন করা প্রয়োজন।

ফ্রেন্ডস অব বাংলাদেশ ডে -তে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ক উপদেষ্টা অধ্যাপক ড. গওহর রিজভী

বয়ন ও কারুশিল্পের উন্নয়নে ইনোভেশন ও তথ্য প্রযুক্তির ব্যবহার শীর্ষক সেমিনারে তাঁত বোর্ডের চেয়ারম্যান

ফেস্টিভ্যালে স্টল পরিদর্শন করছেন শিল্পমন্ত্রী নূরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ূন এমপি ও অতিথিবৃন্দ

উদ্যোক্তা ও ডিজাইনারদের সাথে পরিকল্পনা মন্ত্রী এম. এ. মান্নান এমপি; শিল্প প্রতিমন্ত্রী কামাল আহমেদ মজুমদার এমপি সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত; ফাউন্ডেশনের চেয়ারপার্সন কে এম হাবিব উল্লাহ ও অতিথিবৃন্দ

বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়ন: জার্মানির অভিজ্ঞতা লব্ধ শিক্ষা বিষয়ক গবেষণা-প্রতিবেদন প্রকাশ

বাংলাদেশের ৭৮ লাখেরও অধিক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৬৮ লাখেরও বেশি ক্ষুদ্র ব্যবসা প্রতিষ্ঠান। এসব প্রতিষ্ঠানকে গুরুত্ব দিয়ে সহায়তা প্রদান করা হলে এসএমই খাত ও অর্থনীতি সমৃদ্ধ হবে। ২০ নভেম্বর ২০১৯, রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে এসএমই ফাউন্ডেশন পরিচালিত 'Development of SMEs in Bangladesh: Lessons from German Experiences' গবেষণা-প্রতিবেদনে এসব তথ্য উপস্থাপনের মাধ্যমে অর্থনীতিবিদ এবং গবেষকরা সুপারিশ করেন, বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে জার্মানির অভিজ্ঞতা কাজে লাগানো যেতে পারে। কারণ দেশটিতে ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ৯৯.৪% এসএমই খাতের। আর জার্মানির মোট কর্মসংস্থানের ৬০% হয় এসএমই প্রতিষ্ঠানগুলোতে। এই গবেষণায় সহায়তা করে জার্মান সংস্থা FRIEDRICH EBERT STIFTUNG (FES) BANGLADESH| অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম, এমপি। বিশেষ অতিথি ছিলেন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আন্তর্জাতিক সংস্থা উইং-এর মহাপরিচালক মোহাম্মদ খোরশেদ আলম খাস্তগীর এবং এফইএস, বাংলাদেশ-এর আবাসিক প্রতিনিধি মিস টিনা ব্লম। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক অধ্যাপক ড. এম এ বাকী খলীলী'র নেতৃত্বে পরিচালিত গবেষণা-দলের অন্য সদস্যরা হলেন, ড. মো. জামাল উদ্দিন, ড. মো. শরিয়ত উল্লাহ এবং ড. মোঃ তারেক। এসএমই ফাউন্ডেশনের পক্ষে এই গবেষণা তত্তাবধায়ন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক ড. মমতাজ উদ্দিন আহমেদ, বিজনেস স্টাডিজ অনুষদের ডিন অধ্যাপক শিবলী

অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ

রুবাইয়াতুল ইসলাম, ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. মাহমুদ ওসমান ইমাম এবং ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজনেস স্কুলের ডিন অধ্যাপক ড. এম মাহবুব রহমান। জার্মানির অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে বাংলাদেশের এসএমই খাতের উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পকে গুরুত্ব প্রদানের সুপারিশ করা হয়। প্রধান অতিথির বক্তব্যে পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী মোঃ শাহরিয়ার আলম এমপি বলেন, বিশ্বের অন্যতম উন্নত দেশ জার্মানির এসএমই খাতের অভিজ্ঞতালব্ধ পরামর্শ কাজে লাগাতে পারলে বাংলাদেশের এসএমই খাত অধিক প্রসারিত হবে। তিনি জানান, বর্তমানে জার্মানি সুশাসন ও জলবায়ু পরিবর্তন-এই দুই খাতের উন্নয়নে বাংলাদেশকে বছরে ৪০ কোটি ডলার সহায়তা করে। এই অর্থের কিছু অংশ এসএমই খাতের উন্নয়নে ব্যয় এবং সরকারের নীতি নির্ধারকদের কাছে এই গবেষণার সুপারিশ পৌঁছানোর পাশাপাশি এসএমই ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদ সভায়ও এ সম্পর্কিত আলোচনার পরামর্শ দেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী। এছাড়া এই গবেষণার ফল কাজে লাগাতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণপূর্বক এসএমই ফাউন্ডেশনকে এগিয়ে যাওয়ার আহবান জানান তিনি।

শিঘ্রই পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদনটি ফাউন্ডেশনের ওয়েবসাইট (www.smef.gov.bd)-এ পাওয়া যাবে।

এসএমই অ্যাসোসিয়েশন/ট্রেডবডিজ-এর আইসিটি দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক কার্যক্রম

এসএমই খাতের সার্বিক উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের সক্ষমতা বৃদ্ধি অন্যতম প্রধান পূর্বশর্ত হিসেবে বিবেচনা করা হয়। বর্তমান যুগে এসএমই-উদ্যোক্তারা আইসিটিবান্ধব না হলে, তাদের ব্যবসা টেকসই ও সম্প্রসারণ করা প্রায় অসম্ভব। এ প্রেক্ষাপটে এসএমই ফাউন্ডেশন উদ্যোক্তাদের আইসিটি বিষয়ক বিভিন্ন প্রশিক্ষণ নিয়মিতভাবে প্রদান করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন সেবাপ্রদানকারী স্টেকহোল্ডার হিসেবে ২০১৯ সালের ২১-২৬ অক্টোবর সংশ্লিষ্ট অ্যাসোসিয়েশন, ট্রেডবডি ও চেম্বারের ব্যবস্থাপক ও কর্মকর্তার সমন্বয়ে আইসিটি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়ন কর্মশালা আয়োজন করে ফাউন্ডেশন। কর্মশালায় বাংলাদেশ হ্যান্ডিক্রাফটস ম্যানুফ্যাকচারার্স অ্যান্ড এক্সপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন (বাংলাক্রাফট), বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি, বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি, বাংলাদেশ (নাসিব)-এর মনোনীত কর্মকর্তাগণ অংশগ্রহণ করেন।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন চেম্বার/ অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিদের একাংশ

খুলনা এবং ময়মনসিংহে 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা অনুষ্ঠিত

বাংলাদেশে নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টি ও সামগ্রিক অর্থনৈতিক উন্নয়নে এসএমই খাতে ঋণ বিতরণ বৃদ্ধিতে এসএমই ফাউন্ডেশন বিভিন্ন ধরনের সচেতনতামূলক কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এসএমই ব্যাংকিং ও এসএমই অর্থায়ন ব্যাংকার ও সচেতন উদ্যোক্তাদের নিকট যতটা পরিচিত সাধারণ উদ্যোক্তাদের নিকট অতটা সুপরিচিত নয়। এ প্রেক্ষিতে এসএমই ফাউন্ডেশন ব্যাংক কর্মকর্তাদের সরকার ও বাংলাদেশ ব্যাংকের বিভিন্ন নীতিমালা, সার্কুলার, প্রকাশনা, কর্মসূচি, ঋণ অনুমোদন ও আদায় সম্পর্কিত কৌশল বিষয়ে ধারণা প্রদানের মাধ্যমে এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে সচেতন ও দক্ষ করে তোলার উদ্যোগ নিয়েছে। চলতি অর্থবছরে ফাউন্ডেশনের ফাইন্যান্স অ্যান্ড ক্রেডিট সার্ভিসেস উইং ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং বিষয়ে ৬টি কর্মশালা আয়োজনের লক্ষ্য ঠিক করেছে। ২০১৯ সালের অক্টোবরে খুলনায় এবং নভেম্বরে ময়মনসিংহে কর্মশালা আয়োজন করা হয়। এসব কর্মশালায় দেশে এসএমই ঋণ বিতরণ বৃদ্ধি কল্পে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার, এসএমই ফাউন্ডেশনের গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষকরা আলোচনা করেন। এছাড়া ব্যাংকারসহ সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের এসএমই অর্থায়ন সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদানের মাধ্যমে আরো অধিক এসএমই ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করা কর্মশালার মূল লক্ষ্য।

খুলনায় 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা

ময়মনসিংহে 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' কর্মশালা

খুলনা:

খুলনা জেলার ব্যাংকারসহ অন্যান্য সরকারি ও বেসরকারি স্টেকহোল্ডারদের এসএমই অর্থায়ন সম্পর্কে বিশদ ধারণা প্রদানে এসএমই ফাউন্ডেশন ১৫-১৬ অক্টোবর ২০১৯ ২ দিনব্যাপি কর্মশালা আয়োজন করে। বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা শাখার সম্মেলন কক্ষে 'ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং' শীর্ষক দুই দিনের কর্মশালায় ব্যাংকারদের এসএমই ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান ও ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করণে ৬টি অধিবেশনে ধারণা প্রদান করা হয়। মূল কর্মশালায় খুলনা জেলার বিভিন্ন ব্যাংক, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ও এসএমই উদ্যোক্তাসহ ৬০জন অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা-এর নির্বাহী পরিচালক মোঃ মোশাররফ হোসেন খান। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, খুলনা শাখার মহাব্যবস্থাপক এস. এম. হাসান রেজা। এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারি মহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে খুলনা জেলার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক ও শাখা প্রধান, চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ, বিসিক, নাসিব, জেলা যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর, জেলা মহিলা বিষয়ক প্রতিনিধিগণসহ এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের ১৩০জন উপস্থিত ছিলেন।

ময়মনসিংহ:

৫-৬ নভেম্বর ২০১৯ ময়মনসিংহে ফাইনান্সিয়াল লিটারেসি অন এসএমই ব্যাংকিং শীর্ষক কর্মশালা আয়োজন করা হয়। বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ শাখার সহযোগিতায় ব্র্যাক লার্নিং সেন্টারে দুই দিনের কর্মশালায় ব্যাংকারদের এসএমই ঋণ সম্পর্কে বিস্তারিত ধারণা প্রদান ও ঋণ বিতরণে উৎসাহিত করণে ৬টি অধিবেশন পরিচালনা করা হয়। এতে দেশে এসএমই ঋণ বিতরণ বৃদ্ধিতে বাংলাদেশ ব্যাংক, সরকার, এসএমই ফাউন্ডেশন কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপ ও এসএমই ঋণ বিতরণ ও আদায় পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। কর্মশালায় ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং এসএমই সংশ্লিষ্ট ৫০জন কর্মকর্তা অংশগ্রহণ করেন। কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের মহাব্যবস্থাপক মোঃ শহীদুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংক, ময়মনসিংহ শাখার উপমহাব্যবস্থাপক ড. মোঃ সিরাজুল হক। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারি মহাব্যবস্থাপক সুমন চন্দ্র সাহা সভাপতিত্ব করেন। অনুষ্ঠানে ময়মনসিংহ জেলার বিভিন্ন ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের আঞ্চলিক ও শাখা প্রধানগণ, চেম্বার ও অ্যাসোসিয়েশনের প্রতিনিধিগণ, এসএমই খাত সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের প্রতিনিধিসহ ১১০জন উপস্থিত ছিলেন।

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-উদ্যোক্তাদের মাঝে ই-কমার্স এবং ই-বিপণন সচেতনতামূলক সেমিনার

বর্তমানে ব্যবসা পরিচালনা ও বিস্তারে ই-কমার্স গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। দেশের ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের উদ্যোক্তাগণ পণ্য বাজারজাতকরণ, নতুন বাজারের সন্ধানসহ নানা সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছেন। ই-কমার্স ব্যবহারের মাধ্যমে এসএমই উদ্যোক্তাদের পণ্যের প্রচার ও প্রসার বৃদ্ধির সুযোগ রয়েছে এর মাধ্যমে উদ্যোক্তারা সহজেই বিশ্বব্যাপী ব্যবসার প্রসার করতে পারে। অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ এ উদ্যোক্তাদের ই-কমার্স বিষয়ক সচেতনমূলক কার্যক্রমের আওতায় ময়মনসিংহ, পাবনা, সিরাজগঞ্জ ও রংপুর জেলায় ই-কমার্স বিষয়ক ৪টি সেমিনার আয়োজন করেছে ফাউন্ডেশন। এসব জেলার মাইক্রো, ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট প্রায় শতাধিক উদ্যোক্তার অংশগ্রহণে প্রতিটি সেমিনারের কর্মপরিধি ছিলো এসএমই উদ্যোক্তাগণের জন্য ই-কমার্সের সুযোগ ও সম্ভাবনা বিষয়ে আলোচনা। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনার মাধ্যমে অনুষ্ঠানের মূল পর্ব শুরু হয়। উপস্থাপিত প্রবন্ধ সম্পর্কে উন্মুক্ত আলোচনায় সম্মানিত অতিথি, ফাউন্ডেশনের প্রতিনিধি, মূল প্রবন্ধ উপস্থাপক, তথ্য প্রযুক্তি সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠান ও অংশগ্রহণকারী এসএমই উদ্যোক্তাগণ ব্যবসা সম্প্রসারণে ই-কমার্সের গুরুত্ব ও প্রতিবন্ধকতা বিষয়ে আলোচনা করেন। এসব সেমিনারে প্রায় ৩০০ জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

সিরাজগঞ্জে আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সেমিনার

ময়মনসিংহে আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সেমিনার

পাবনায় আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সেমিনার

রংপুরে আয়োজিত ই-কমার্স বিষয়ক সেমিনার

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প-উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ

বাংলাদেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্প গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বর্তমান বিশ্ব অর্থনীতিতে ডিজিটাল কমার্স ক্রমবর্ধমান ব্যবসায়িক কৌশল এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নে অন্যতম শক্তিশালী মাধ্যম। ক্ষুদ্র ও মাঝারি-উদ্যোক্তাগণ ডিজিটাল কমার্স সুবিধা ব্যবহারপূর্বক দেশ ও বিদেশে উৎপাদিত পণ্য বা সেবা বিপণন করেন। পণ্যের কাঁচামাল সংগ্রহ থেকে বাজারজাতকরণ পর্যন্ত সকল কাজ ডিজিটাল কমার্সের সুবিধা ব্যবহার পূর্বক নির্ভুলভাবে করা সম্ভব। এসএমই ফাউন্ডেশন সরকারের লক্ষ্য 'রূপকল্প ২০২১: ডিজিটাল বাংলাদেশ' বাস্তবায়নে জাতীয় তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি নীতিমালা এবং জাতীয় ডিজিটাল কমার্স নীতিমালার আলোকে ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাদের অনলাইন ব্যবসায় দক্ষতা বৃদ্ধিতে ডিজিটাল কমার্স বিষয়ক প্রশিক্ষণসহ অন্যান্য কার্যক্রম দক্ষতার সাথে নিয়মিত আয়োজন করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি-উদ্যোক্তাদের ডিজিটাল কমার্স ব্যবসার সাথে পরিচিতিকরণ ও অভ্যস্ত করার লক্ষ্যে ফাউন্ডেশন এ বিষয়ে দেশব্যাপী প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ক্ষুদ্র ও মাঝারি উদ্যোক্তাগণ এ সকল প্রশিক্ষণ ডিজিটাল কমার্সের প্রয়োজনীয়তা ও ব্যবসা প্রসার উপযোগী বিভিন্ন বিষয়াদি সম্পর্কে ব্যবহারিক জ্ঞান অর্জন করতে সক্ষম হচ্ছেন। এসএমই ফাউন্ডেশন অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ এ অনলাইন ব্যবসা পরিচালনায় দক্ষতা বৃদ্ধি বিষয়ক ১৪টি প্রশিক্ষণ কার্যক্রম ঢাকা, রাজশাহী, বরিশাল, খুলনা, পাবনা, চট্টগ্রাম, সিলেট জেলায় আয়োজন করেছে। এতে ২৮০জন প্রশিক্ষণার্থীকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে অংশগ্রহণে পরবর্তী পর্যায়ে উদ্যোক্তারা সহজেই এবং দ্রুততার সাথে বিশ্বব্যাপী এসএমই পণ্যের প্রচার ও প্রসার বিষয়ে সচেষ্ট হন। প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত বিস্তারিত তথ্য এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ বিষয়ক পোর্টাল (http://hrd.smef.org.bd/ict) এ পাওয়া যাবে।

ফাউন্ডেশনের ল্যাবে 'স্যোশাল কমার্স ফর এসএমই'স' প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীগণ

অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ এ প্রদত্ত প্রশিক্ষণ সম্পর্কিত তথ্য নিম্নরূপ:

প্রশিক্ষণের নাম	দিন	প্রশিক্ষণ সংখ্যা	প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা
How to Start Digital Commerce	৩	৪	৮০
Social Commerce for SMEs	৩	৩	৬০
Digital Marketing for SME Products	৫	৭	১৪০
মোট		**১৪**	**২৮০**

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়নে ঢাকাসহ বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলায় উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ

ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পখাতের উন্নয়নে শিল্প ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে এসএমই ফাউন্ডেশন দেশের বিভিন্ন স্থানে উদ্যোক্তাদের চাহিদার ভিত্তিতে বিভিন্ন ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মসূচী বাস্তবায়ন করছে। এসএমই ফাউন্ডেশন অক্টোবর-ডিসেম্বর '১৯ সময়ে ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন বিভাগীয় শহর ও জেলা এবং উপজেলা পর্যায়ে ৩০টি প্রশিক্ষণ সফলভাবে বাস্তবায়ন করেছে। এই কালপর্বে দক্ষতা উন্নয়নে ৩০টি প্রশিক্ষণে নারী-পুরুষসহ ৯০০জন উদ্যোক্তা/প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন।

২-৭ নভেম্বর এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ২০১৯ ৩০জন প্রশিক্ষণার্থীর অংশগ্রহণে ৬ দিনব্যাপী 'ওয়ার্কিং উইথ ফ্যাশন ডিজাইন' (Phase-I) প্রশিক্ষণটি এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব মো: নিজাম উদ্দিন। সমাপনী বক্তব্যে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্দেশ্যে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে প্রেরণামূলক বক্তব্য প্রদান করেন এবং প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। ২৩-২৭ অক্টোবর ২০১৯, ঢাকায় ৫ দিনব্যাপী ব্যবসা ব্যবস্থাপনা প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রশিক্ষণার্থীদের উদ্বুদ্ধ করণে একজন সফল উদ্যোক্তা হিসেবে নিজেকে তৈরির উপায় সম্পর্কে একটি প্রেজেন্টেশন প্রদান করেন র‍্যাংগস পেট্রোলিয়াম এবং ইলেকট্রনিক্স লিমিটেড এর প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সরদার খালিদ বিন হাসান। তিনি প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরন করেন। একই সময়ে রাজশাহী জেলায় নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টিতে ৫ দিন মেয়াদী 'How to Start a New Business' ১টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এতে ৩০জন নারী ও পুরুষ প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের সদস্যদের দক্ষতা উন্নয়নে জামালপুরে ৫ দিনব্যাপী বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরী ও বিপণন শীর্ষক প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ০২-০৬ ডিসেম্বর ২০১৯ আয়োজিত সিঁড়ি হস্তশিল্প কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আরিফা ইয়াসমিন ময়ুরী কর্তৃক নির্বাচিত তৃতীয় লিঙ্গ সম্প্রদায়ের ৩০জন প্রশিক্ষনার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষনার্থীগণ এরই মধ্যে বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন করছেন। ফাউন্ডেশন আয়োজিত জাতীয় এসএমই মেলায় তৈরি পণ্য নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন তারা। এছাড়া ঢাকায় বিভিন্ন ধরনের হস্তশিল্পজাত পণ্য তৈরি ও বিপণন বিষয়ক ২টি প্রশিক্ষণ বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৬০জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে হবিগঞ্জ, ময়মনসিংহ জেলার ত্রিশাল ও বরগুনা জেলায় 'বিভিন্ন ধরনের হাতের সেলাই' বিষয়ক ৫ দিনব্যাপী ৩টি প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। প্রশিক্ষণে ৯০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ১২-২১ ডিসেম্বর ২০১৯ ময়মনসিংহের ত্রিশালে 'বিভিন্ন ধরনের হাতের সেলাই' প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের সাধারণ পর্ষদের সদস্য মুনিরুল হক খান। ১২-১৭ ডিসেম্বর ২০১৯ হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটে ৫ দিনব্যাপী "বিভিন্ন ধরনের হাতের সেলাই" প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন চুনারুঘাট উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ্ব আব্দুল কাদির লস্কর এবং এসএমই ফাউন্ডেশনের এইচআরডি উইং এর সহকারী ব্যবস্থাপক কিমিয়া ফেরদৌসী । পরে চুনারুঘাট উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা ফাহমিদা ইয়াসমিন প্রশিক্ষণার্থীদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন বগুড়া ও কুমিল্লা জেলায় 'Beautification and Parlor Management' ২টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে । এসব প্রশিক্ষণ ১২-১৬ অক্টোবর ২০১৯ বগুড়া ও ২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯ কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত হয়। কুমিল্লায় অনুষ্ঠিত প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (শিক্ষা ও আইসিটি) মোহাম্মদ নুরুজ্জামান। প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে এসএমই ফাউন্ডেশনের সহকারী মহাব্যবস্থাপক মো: রাকিব উদ্দিন খান উপস্থিত ছিলেন। এছাড়া এসএমই ফাউন্ডেশন অক্টোবর-ডিসেম্বর'১৯ তিন মাসে বিভিন্ন ট্রেডবডিজ/চেম্বার/অ্যাসোসিয়েশনসমূহের সহযোগিতায় দেশের বিভিন্ন জেলায় ১৮টি প্রশিক্ষণের আয়োজন করেছে। ১৮টি প্রশিক্ষণে ৫৪০জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ফাউন্ডেশনের কনফারেন্স হলে Working with Fashion Design প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাদের সাথে অতিথিবৃন্দ

ঢাকায় ব্লক-বাটিক প্রশিক্ষণের সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে উদ্যোক্তাগণ

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে নতুন ব্যবসা তৈরি প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দ ও উদ্যোক্তাগণ

জামালপুরে পাটজাত পণ্য তৈরি প্রশিক্ষণের সমাপনী অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দ

ফাউন্ডেশনের মানবসম্পদ উন্নয়ন উইং-এর উদ্যোগে আয়োজিত অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে বাস্তবায়িত প্রশিক্ষণসমূহ

ক্রম	প্রশিক্ষণের নাম	প্রতিষ্ঠান	স্থান	তারিখ
১	পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	কিশোরগঞ্জ	২২-২৬ ডিসেম্বর ২০১৯
২	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	নাসিব প্রধান কার্যালয়	০৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৯
৩	পাটজাত পণ্য উৎপাদন ও বাজারজাতকরণ	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	দিনাজপুর	০৩-০৭ ডিসেম্বর ২০১৯
৪	নতুন ব্যবসা সৃষ্টি ও উদ্যোক্তা উন্নয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	চট্টগ্রাম	১২-১৬ নভেম্বর, ২০১৯
৫	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	মৌলভীবাজার	১২-১৬ নভেম্বর ২০১৯
৬	উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও ব্যাংক উপযোগী ব্যবসায় পরিকল্পনা প্রণয়ন	জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব)	ময়মনসিংহ	১৭-২১ অক্টোবর, ২০১৯
৭	ফাস্টফুড তৈরী ও সংরক্ষণ	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	রাজশাহী	১৮-২২ ডিসেম্বর ২০১৯
৮	Beautification and Parlor Management	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	নেত্রোকোনা	১৮-২২ ডিসেম্বর, ২০১৯
৯	Beautification and Parlor Management	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	দিনাজপুর	২৭ নভেম্বর-১ ডিসেম্বর ২০১৯
১০	'ব্লক-বাটিক'	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	ঠাকুরগাঁও	২৭-৩১ অক্টোবর ২০১৯
১১	New Business Creation	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	বাগেরহাট	২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯
১২	'ব্লক-বাটিক'	বাংলাদেশ উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	লক্ষ্মীপুর	১৩-১৭ অক্টোবর ২০১৯
১৩	'ব্লক-বাটিক'	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	যশোর	০৮-১২ ডিসেম্বর ২০১৯
১৪	বহুমুখী পাট পণ্য উৎপাদন	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	শেরপুর	২৭ নভেম্বর -০১ ডিসেম্বর ২০১৯
১৫	ব্লক-বাটিক	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	দিনাজপুর	১২-১৬ নভেম্বর ২০১৯
১৬	বিউটিফিকেশন ও পার্লার ব্যবস্থাপনা	উইমেন এন্টারপ্রিনিয়ার অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ	রাজশাহী	২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯
১৭	কাটিং, সুইং অ্যান্ড প্যাটার্ন মেকিং	চিটাগাং উইম্যান চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	চট্টগ্রাম	০৩-০৭ নভেম্বর ২০১৯
১৮	ব্লক-বাটিক	রংপুর উইমেন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি	রংপুর	২২-২৬ ডিসেম্বর ২০১৯

নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য 'আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' প্রশিক্ষণ আয়োজন

নারী-উদ্যোক্তারা শুধু পোশাক তৈরিই নয়, বরং তাতে ব্লক প্রিন্ট, স্কিন প্রিন্ট, পটারি প্রিন্ট, টাইডাই ইত্যাদির মাধ্যমে স্বীয় পণ্যে প্রতিনিয়ত ভ্যালু বৃদ্ধিতে সক্ষম হচ্ছেন। তাই এসব বিষয়ে নারী-উদ্যোক্তাদের প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি বহুমুখী ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণ এসএমই ফাউন্ডেশনের অন্যতম লক্ষ্য। এ লক্ষ্য বাস্তবায়নে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং ৩-৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সিলেটে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস বিষয়ক ৫ দিনব্যাপি প্রশিক্ষণের আয়োজন করে । ২ অক্টোবর ২০১৯ সিলেটে আয়োজিত নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় উদ্বুদ্ধকরণ কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের মধ্যে সম্ভাবনাময় ৩০জন নারী-উদ্যোক্তাকে উক্ত প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিত করা হয়। ৭ ডিসেম্বর ২০১৯ সিলেট মেট্রোপলিটন চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি'র সম্মেলন কক্ষে কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সিলেট জেলা প্রশাসক এম কাজী এমদাদুল ইসলাম, সিলেট উইম্যান চেম্বারের প্রেসিডেন্ট স্বর্ণলতা রায় এবং ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং'র ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান।

সিলেটে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য 'আর্টস অ্যান্ড ক্রাফটস' বিষয়ক প্রশিক্ষণ

‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন

নারী-উদ্যোক্তারা বহুমুখী ব্যবসায় ক্রমশ অগ্রসর হলেও অনগ্রসর রয়েছে ব্যবসা ব্যবস্থাপনায়। ব্যবসার পরিকল্পনা, হিসাবরক্ষণ, পণ্যের মূল্য নির্ধারণ, প্রোডাক্ট প্রোমোশনে জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণসহ উৎপাদিত পণ্য বিপণনের জন্য করণীয় নির্ধারণে আধুনিক প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণে তাদের প্রশিক্ষণ প্রয়োজন। তাই এসএমই ফাউন্ডেশন এসব বিষয়কে গুরুত্ব দিয়ে নারী-উদ্যোক্তাদের ব্যবসা ব্যবস্থাপনা বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নের জন্য তিনটি বাণিজ্যিক ব্যাংকের সমন্বয়ে ঢাকা ও কুমিল্লায় আলাদা তিনটি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। এসব প্রশিক্ষণ কার্যক্রমে ৮৪জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন।

ঢাকা

২০-২৪ অক্টোবর ২০১৯ এসএমই ফাউন্ডেশন এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংক লি. এর যৌথ উদ্যোগে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ আয়োজিত হয়। এতে ৩০জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ৫দিন ব্যাপী প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ব্যবসার পরিকল্পনা, হিসাবরক্ষণ, দাম নির্ধারণ, প্রোডাক্ট প্রমোশনের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন মাহফুজুল হক এবং জোহা জামিলুর রহমান। এছাড়া কর্মশালায় নারী-উদ্যোক্তাদের উৎপাদিত পণ্য বিপণনে করণীয় আধুনিক প্রযুক্তির টেকসই ব্যবহার নিশ্চিতকরণের মাধ্যমে মুনাফা বৃদ্ধির বিষয়ে প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা প্রদান করেন প্রশিক্ষকরা। কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন বাংলাদেশ ব্যাংকের অ্যাডভাইজর ও সাবেক ডেপুটি গভর্নর এস কে সুর চৌধুরী। বিশেষ অতিথি ছিলেন ফাউন্ডেশনের পরিচালক পর্ষদের সদস্য ইসমাত জেরিন খান ও স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হেড অব রিটেইল ব্যাংকিং সাব্বির আহমেদ। ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার, মহাব্যবস্থাপক মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, ফারজানা খান ও মোঃ সিরাজুল হায়দার এনডিসি এবং স্ট্যান্ডার্ড চার্টার্ড ব্যাংকের হেড অব বিজনেস ব্যাংকিং মিশায়েল আবু ইমাম।

কুমিল্লা

এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ব্যাংক এশিয়া লি. -এর যৌথ উদ্যোগে কুমিল্লায় ৫ দিনব্যাপী ‘নারী উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। ১১-১৫ নভেম্বর ২০১৯ প্রশিক্ষণে বিভিন্ন ব্যবসায় নিয়োজিত কুমিল্লার ৩২জন নারী-উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ কর্মশালায় নারী-উদ্যোক্তাদের সফল ব্যবসা ব্যবস্থাপনার নানা দিক উপস্থাপন করা হয়। কর্মশালার সমাপনী ও সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র ব্যবস্থাপক মুহাম্মদ মাসুদুর রহমান, ব্যাংক এশিয়া লি.-এর এমএসএমই ডিভিশনের এফএভিপি ইশতিয়াক আহমেদ রাহাত ও কুমিল্লা শাখা প্রধান মোঃ শফিকুল ইসলাম ভুইয়া।

ঢাকায় ‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ

কুমিল্লায় ‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ

ঢাকায় ‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ প্রশিক্ষণ

ঢাকা

ঢাকায় ‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য এসএমই ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ বিষয়ক আরেকটি কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয় ১৭-২১ নভেম্বর ২০১৯। এসএমই ফাউন্ডেশন এবং ইস্টার্ণ ব্যাংক লি.-এর যৌথ উদ্যোগে ৫ দিনব্যাপী কর্মশালায় ২৫জন নারী-উদ্যোক্তাকে ব্যবসা ব্যবস্থাপনার নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত প্রশিক্ষণের উদ্বোধন করেন ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং এর মহাব্যবস্থাপক ফারজানা খান।

(অবশিষ্ট পরের পৃষ্ঠায়)

‘নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য ব্যবসা ব্যবস্থাপনা’ ৩টি প্রশিক্ষণ আয়োজন

(৮ম পৃষ্ঠার পর)

প্রশিক্ষণ কর্মশালার সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন এসএমই ফাউন্ডেশনের মহাব্যবস্থাপক ও নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র প্রধান ফারজানা খান এবং ইস্টার্ন ব্যাংক লি. এর হেড অফ রিটেইল অ্যান্ড এসএমই ব্যাংকিং এম. খোরশেদ আনোয়ার, ভাইস প্রেসিডেন্ট শাবু মুন্সি ও উইমেন ব্যাংকিং ডিভিশনের সিনিয়র ম্যানেজার নাতাশা কাদের এবং ফাউন্ডেশনের নারী উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র ব্যবস্থাপক মোঃ মাসুদুর রহমান, উপব্যবস্থাপক নাজমা খাতুন ও সহকারী ব্যবস্থাপক মোঃ নাজমুল ইসলাম। প্রশিক্ষণ শেষে কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের সনদপত্র প্রদান করা হয়।

রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য বহুমুখী পাটপণ্য প্রস্তুতকরণ প্রশিক্ষণ

রাজশাহী অঞ্চলের নারী-উদ্যোক্তাদের বিভিন্ন ধরনের পাটজাত পণ্য উৎপাদন কৌশল শেখানোর মাধ্যমে পণ্য বহুমুখীকরণ এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির মাধ্যমে ব্যবসায়িক উন্নয়ন ত্বরান্বিতকরণের উদ্যোগ নিয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশন। এই কার্যক্রমের অংশ হিসেবে ২১-২৫ ডিসেম্বর ২০১৯ রাজশাহীতে নারী-উদ্যোক্তাদের জন্য বহুমুখী পাটপণ্য প্রস্তুতকরণ বিষয়ক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়। নারী-উদ্যোক্তাদের বহুমুখী ব্যবসায় সম্পৃক্তকরণে এসএমই ফাউন্ডেশনের নারী-উদ্যোক্তা উন্নয়ন উইং’র উদ্যোগে রাজশাহী চেম্বার অব কমার্স অ্যান্ড ইন্ডাস্ট্রি’র সম্মেলন কক্ষে প্রশিক্ষণটি আয়োজিত হয়। এসএমই ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম প্রশিক্ষণ সমাপনীতে অংশগ্রহণকারী নারী-উদ্যোক্তাদের মাঝে সনদপত্র বিতরণ করেন। অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন ডব্লিউইএবি রাজশাহী’র প্রেসিডেন্ট আঞ্জুমান আরা পারভীন লিপি; বিডব্লিউসিসিআই রাজশাহী’র প্রেসিডেন্ট মিসেস জোনাকি, এবং রাজশাহী উইম্যান চেম্বারের সভাপতি মিসেস রোজেটী নাজনীন।

রাজশাহীতে সনদপত্র বিতরণ অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিথিবৃন্দ

ক্লাস্টার উন্নয়ন উইং কতৃক ৮টি প্রশিক্ষণ আয়োজন

ফাউন্ডেশনের ক্লাস্টার উন্নয়ন উইং অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৯ সময়ে ৮টি প্রশিক্ষণ-কর্মশালা আয়োজন করেছে। এসব কর্মশালায় ২৪০জন উদ্যোক্তা ও কর্মী অংশগ্রহণ করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন ১৯-২৩ অক্টোবর ২০১৯ জামালপুর নকশীকাঁথা ক্লাস্টারে ‘নকশীকাঁথার ডিজাইন ও সেলাইয়ের কৌশল’ এবং ২৩-২৫ ডিসেম্বর ‘পণ্য বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২৭-২৯ অক্টোবর ২০১৯ মৌলভীবাজার আগর আতর ক্লাস্টারে ক্লাস্টার উন্নয়ন উইং এর উদ্যোগে ‘পণ্য বিপণন কৌশল’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ২৮-৩০ অক্টোবর ২০১৯ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে চাঁপাইনবাবগঞ্জ নকশীকাঁথা ক্লাস্টারে ‘পণ্য বিপণন কৌশল’ এবং ২৩-২৭ নভেম্বর ২০১৯ ‘নকশীকাঁথার ডিজাইন ও সেলাইয়ের কৌশল’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ০৩-০৫ নভেম্বর ২০১৯ রাজশাহীর বাঘা উপজেলার কালুহাটি পাদুকা ক্লাস্টারে পাদুকা তৈরিসহ অন্যান্য চামড়ার তৈরি পণ্য যেমন: ব্যাগ, মানিব্যাগ, বেল্ট, পাসপোর্ট হোল্ডার ইত্যাদি প্রস্তুতের ৩ দিনব্যাপী ‘পণ্য বহুমুখীকরণ’ প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। ০৩-০৫ নভেম্বর ২০১৯ এসএমই পাবনা হোসিয়ারি ক্লাস্টারে ৩ দিনব্যাপী আধুনিক পণ্য পরিদর্শন প্রক্রিয়া এবং পণ্যের মান নির্ণয়ের কৌশল বিষয়ে প্রশিক্ষণ আয়োজন করে ফাউন্ডেশন।

রাজশাহীতে প্রশিক্ষণ কর্মশালায় ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক ও অতিথিবৃন্দ

এ সকল প্রশিক্ষণের বিবরণ নিম্নে দেয়া হল:

ক্রম	ক্লাস্টার	প্রশিক্ষণের বিষয়
১	জামালপুর নকশীকাঁথা	নকশীকাঁথার ডিজাইন ও সেলাইয়ের কৌশল
২	জামালপুর নকশীকাঁথা	বিপণন কৌশল
৩	মৌলভীবাজার আগর আতর	রপ্তানি প্রক্রিয়া
৪	চাপাইনবাবগঞ্জ নকশীকাঁথা	বিপণন কৌশল
৫	চাপাইনবাবগঞ্জ নকশীকাঁথা	নকশীকাঁথার ডিজাইন ও সেলাইয়ের কৌশল
৬	কালুহাতি পাদুকা	পণ্য বহুমুখীকরণ
৭	পাবনা হোসিয়ারি	আধুনিক পণ্য পরিদর্শন প্রক্রিয়া এবং পণ্যের মান নির্ণয়ের কৌশল
৮	ভৈরব পাদুকা	অগ্নি নিরাপত্তা

জামালপুরে প্রশিক্ষণে অতিথিবৃন্দের সাথে উদ্যোক্তাগণ

কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারে 'Quality and Compliance Parameters in Footwear Manufacturing to Reach High-end Niche Market' প্রশিক্ষণ

প্রশিক্ষণের সনদ বিতরন অনুষ্ঠানে অতিথিবৃন্দের সাথে একজন উদ্যোক্তা

কিশোরগঞ্জের ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টার, এবং চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তাদের অনেকেই ইতোমধ্যে স্থানীয় বাজারের জন্য বৈচিত্র্য সৃষ্টিকারী পাদুকা নকশা ও তৈরি করছেন। ফলে স্বকীয় ডিজাইনের উন্নতমানের পাদুকা প্রস্তুতির মাধ্যমে বাজারও সম্প্রসারিত হচ্ছে। তবে উচ্চ শ্রেণির ভোক্তাদের যে ধরণের গুনগত মানসম্পন্ন পাদুকার চাহিদা রয়েছে তার মান নিয়ন্ত্রণ ও কারখানার কমপ্লায়েন্স নীতিমালা বিষয়ে বিশদ ধারণা না থাকায় এ ক্লাস্টার দু'টির উদ্যোক্তাগণ দেশীয় বৃহৎ ব্র্যান্ডসমূহ থেকে ক্রয়াদেশ পাচ্ছেন না। সেজন্যে এসএমই ফাউন্ডেশন মান নিয়ন্ত্রণ ও কমপ্লায়েন্স বিষয়ে ক্লাস্টার দু'টির উদ্যোক্তাদের দক্ষতা উন্নয়নে পৃথক দু'টি প্রশিক্ষণ আয়োজন করে। ২১-২৪ ডিসেম্বর ২০১৯ ভৈরব পাদুকা কারখানা মালিক সমবায় সমিতির সহযোগিতায় সংস্থাটির কার্যালয়ে ৪ দিনব্যাপী প্রথম প্রশিক্ষণটি অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণে ভৈরব পাদুকা ক্লাস্টারের ২৫জন উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে প্রশিক্ষণার্থীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারে 'ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঠিক কৌশল প্রয়োগে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি' প্রশিক্ষণ আয়োজন

১৭-২৪ অক্টোবর ২০১৯ এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রযুক্তি উন্নয়ন উইং চট্টগ্রামের পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা ক্লাস্টারের উদ্যোক্তা ও কর্মীদের পাদুকা ডিজাইন, প্যাটার্ন তৈরি ও স্যাম্পল প্রস্তুতিতে কারিগরি দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের আয়োজন করে । পূর্ব মাদারবাড়ি পাদুকা শিল্প মালিক গ্রুপের সহায়তায় ৮ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের বিষয় ছিল 'ডিজাইনিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং এর সঠিক কৌশল প্রয়োগে পাদুকা উৎপাদনে দক্ষতা বৃদ্ধি'। এতে পাদুকার ধরন, নকশার শ্রেণিবিভাগ ও নকশাকরণ প্রক্রিয়া, প্যাটার্নের শ্রেণীবিভাগ, বেসিক প্যাটার্ন তৈরির প্রক্রিয়া, বিভিন্ন ধরনের অ্যালাউন্স পরিচিতি, প্যাটার্নে অ্যালাউন্স যুক্ত করার কৌশল, সু-সাইজিং সিস্টেম, গ্রেডিং ও প্যাটার্ন ইঞ্জিনিয়ারিং, কাটিং, স্কাইভিং ও স্প্লিটিং অপারেশন, সেলাই, মার্কিং ও ডেকোরেশন কৌশল, সোল, ইনসোল ও আনুষঙ্গিক উপকরণসমূহ, অ্যাসেম্বিং প্রক্রিয়ার বিভিন্ন কৌশল, লাস্টিং, প্রেসিং ও ট্রিমিং প্রক্রিয়া এবং মান পরীক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে প্রশিক্ষণার্থীদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক সমন্বিত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। এতে ২৫জন প্রশিক্ষণার্থী অংশগ্রহণ করেন। প্রশিক্ষণ শেষে অংশগ্রহণকারীদের সনদপত্র বিতরণ করা হয়।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী উদ্যোক্তাগণের একাংশ

বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসর্স অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) আয়োজিত 7th BAPA FoodPro International Expo 2019 এ এসএমই ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

এক্সপোতে ফাউন্ডেশনের স্টল

২১-২৩ নভেম্বর বাংলাদেশ অ্যাগ্রো প্রসেসর্স অ্যাসোসিয়েশন (বাপা) ঢাকার International Convention City Bashundhara (ICCB) তে 7th BAPA FoodPro International Expo 2019 -এর আয়োজন করে। এই প্রদর্শনীতে দেশীয় খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী প্রায় দুই শতাধিক প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করে। প্রদর্শনীতে উদ্যোক্তাগণ স্বীয় প্রক্রিয়াজাত খাদ্যের উৎপাদন প্রক্রিয়া, প্রদর্শন, বিপণন ও বিক্রয় করেন। এসএমই ফাউন্ডেশন ৪টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকারী ও মোড়কজাতকারী প্রতিষ্ঠানের পণ্য প্রদর্শনে একটি বড় স্টল বরাদ্দ নেয়। ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্দকৃত স্টলে ৪টি খাদ্য প্রক্রিয়াজাত ও মোড়কজাতকরণ সংশ্লিষ্ট এসএমই প্রতিষ্ঠান যথা কেপিসি ইন্ডাস্ট্রিজ, মার্ক আইসক্রীম, সেঞ্চুরি এবং এফ এম প্লাস্টিক অংশগ্রহণ করে। উল্লেখ্য, ফাউন্ডেশনের সহায়তায় প্রতিষ্ঠান ৪টি সম্প্রতি নিরাপদ খাদ্য ব্যবস্থাপনা বিষয়ক অন্তর্জাতিক সনদ আইএসও ২২০০০:২০১৫ অর্জন করেছে।

উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) এর মাধ্যমে আম উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ বিষয়ক সেমিনার আয়োজন

রাজশাহী ও চাঁপাইনবাবগঞ্জ জেলার মাটি, জলবায়ু ও ভৌগলিক অবস্থান আম উৎপাদনের জন্য অত্যন্ত উপযোগী। স্থায়ী আন্তর্জাতিক রপ্তানি বাজার ও এথনিক মার্কেটের সুবিধা থাকলেও রপ্তানিযোগ্য আমের শর্ত ও বৈশিষ্ট্যের অভাব পরিলক্ষিত হওয়ায় এ অঞ্চলের উৎপাদিত আম রপ্তানি করা সম্ভব হচ্ছে না। তাই আধুনিক চাষ পদ্ধতি ও পরিচর্যার মাধ্যমে রপ্তানি-উপযোগী আম উৎপাদন, সংগ্রহ এবং সংরক্ষণ বিষয়ে কাজের যথেষ্ট সুযোগ রয়েছে। সেজন্য এসএমই ফাউন্ডেশন ১-২ অক্টোবর ২০১৯ চাঁপাইনবাবগঞ্জ সদরের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র এবং শিবগঞ্জ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তার কার্যালয়ে 'উত্তম কৃষি চর্চা (GAP) এর মাধ্যমে আম উৎপাদন, সংগ্রহ ও সংরক্ষণ' দিনব্যাপী দুটি পৃথক সেমিনারের আয়োজন করে। সেমিনারে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের আঞ্চলিক উদ্যানতত্ত্ব গবেষণা কেন্দ্র ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তর এর বিশেষজ্ঞগণ। এতে অংশগ্রহণ করেন চাঁপাইনবাবগঞ্জের ৯০জন আম-চাষী। সেমিনার দুটির প্রধান অতিথি ছিলেন যথাক্রমে চাপাঁইনবাবগঞ্জের ভারপ্রাপ্ত জেলা প্রশাসক এ কে এম তাজকির-উজ-জামান ও কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক মোঃ মঞ্জুরুল হুদা।

চাঁপাইনবাবগঞ্জে সেমিনারে অংশগ্রহণকারীদের সাথে অতিথিবৃন্দ

বগুড়ায় 'উডওয়ার্কিং মেশিন পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা' প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত ফার্নিচার শিল্পের টেকসই বিকাশ ও রপ্তানি সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সময়োপযোগী নকশা প্রণয়ন, গুণগত কাঁচামাল ব্যবহার ও দক্ষ কারিগর তৈরি অত্যাবশ্যক। মুক্তবাজার অর্থনীতি ও বিশ্বায়নের প্রেক্ষাপটে পণ্যের মানোন্নয়ন ও সার্বিক উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে আধুনিক প্রযুক্তি আত্তীকরণের কোনো বিকল্প নেই। এ প্রেক্ষিতে এসএমই ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ০৩-০৭ নভেম্বর বগুড়ায় ৫ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করা হয়। এই প্রশিক্ষণে ১০টি ফার্নিচার উৎপাদনকারী প্রতিষ্ঠানের ২২জন উদ্যোক্তা ও উৎপাদনকর্মী অংশগ্রহণ করেন। আলোচ্য প্রশিক্ষণে আধুনিক উডওয়ার্কিং মেশিনারি (কম্বিনেশন প্ল্যানার ও থিকনেসার, স্পিন্ডল মোল্ডার ও সার্কুলার স'), পাওয়ার টুলস্, হ্যান্ড টুলসসহ প্রভৃতি বিষয়ে তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক জ্ঞান প্রদান করা হয়।

রংপুরে 'বয়লার পরিচালনা, রক্ষণাবেক্ষণ ও নিরাপত্তা' প্রশিক্ষণ

জাতীয় শিল্পনীতি ২০১৬ এ উচ্চ অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত কৃষি/খাদ্য প্রক্রিয়াজাতকরণ এবং কৃষি যন্ত্রপাতি প্রস্তুতকারী শিল্পসহ বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত অন্যতম যন্ত্র 'বয়লার'। তবে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণের অভাবে অনেক অপারেটরই এর সঠিক ব্যবহারবিধি সম্পর্কে অবগত নন। তাই প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনাজনিত কারণে জানমালের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতির ঝুঁকি বৃদ্ধি পাচ্ছে। এ প্রেক্ষিতে যুগোপযোগী জ্ঞানসম্পন্ন সুদক্ষ বয়লার অপারেটর তৈরিতে প্রধান বয়লার পরিদর্শকের কার্যালয়ের সহযোগিতায় ৩১ অক্টোবর-০৬ নভেম্বর ২০১৯ রংপুরে ৭ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ আয়োজন করে ফাউন্ডেশন। প্রশিক্ষণে ১৭টি প্রতিষ্ঠানের ২৭ জন বয়লার অপারেটর ও টেকনিশিয়ান অংশগ্রহণ করেন। এতে বিভিন্ন সেশনে বিশেষজ্ঞ হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন মোঃ জিয়াউল হক, উপপ্রধান বয়লার পরিদর্শক, রাজশাহী; মোঃ ফজলুল করিম, অতিরিক্ত পরিচালক, বিটাক, ড. মোঃ জালাল উদ্দিন, পরিচালক; বিটাক ও বড়পুকুরিয়া তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্রের নির্বাহী প্রকৌশলী মোঃ কামরুজ্জামান।

13th ICME 2019 Exhibition on Engineering & Technology এ ফাউন্ডেশনের অংশগ্রহণ

১৮-২০ ডিসেম্বর ২০১৯ বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয় (বুয়েট) এর যন্ত্রকৌশল বিভাগের আয়োজনে 13th International Conference on Mechanical Engineering (ICME) 2019 এবং International Exhibition on 'Engineering & Technology এ অংশগ্রহণ করে এসএমই ফাউন্ডেশন। এই আন্তর্জাতিক প্রদর্শনীতে ফাউন্ডেশনের জন্য বরাদ্দকৃত স্টলে বাংলাদেশ ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প মালিক সমিতি (বাইশিমাস) মনোনীত ৪টি প্রতিষ্ঠান- রাজু ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্, মাফিয়া ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কস্, রাজা মেটাল ইন্ডাস্ট্রিজ এবং নওগাঁ ইঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ স্বীয় পণ্য ও সেবা প্রদর্শন করে। প্রদর্শনীর মূল উদ্দেশ্য, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি খাতে বিশ্বব্যাপী চলমান গবেষণা, সর্বশেষ প্রযুক্তিগত অগ্রগতি, আধুনিক মেশিন ও সরঞ্জামাদিসহ প্রভৃতি বিষয়ে আলোচনা ও পারস্পরিক অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মাধ্যমে এসএমই-স্টেকহোল্ডারগণের মাঝে সংযোগ স্থাপন এবং সর্বোপরি তাদের বাজার সম্প্রসারণ।

চলতি অর্থবছরে ৮ বিভাগের ৩১ জেলাশহরে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা

প্রধান অতিথি শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম ও মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান এর সাথে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক

২০২০ সালের জুনের মধ্যে সারা দেশের ৮ বিভাগের জেলা শহরে ৩১টি আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলার আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে এসএমই ফাউন্ডেশনের। ২৮ নভেম্বর ঢাকার বিয়াম মিলনায়তনে এ বিষয়ে রূপরেখা চূড়ান্তকরণ কর্মশালায় প্রধান অতিথি ছিলেন শিল্প সচিব মোঃ আবদুল হালিম। বিশেষ অতিথি ছিলেন মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব মোঃ মোস্তাফিজুর রহমান, শিল্প মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সালাউদ্দিন মাহমুদ এবং বিসিক চেয়ারম্যান মোঃ মোশতাক হাসান এনডিসি। অনুষ্ঠানে ৩১টি জেলা প্রশাসনের প্রতিনিধি, বিসিক, জেলা চেম্বার, জাতীয় ক্ষুদ্র ও কুটির শিল্প সমিতি (নাসিব) এবং ব্যবসায়ী প্রতিনিধিগণ উপস্থিত ছিলেন। শিল্প সচিব বলেন, সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ 'এসএমই নীতিমালা ২০১৯' অনুমোদন করেছে। এই নীতিমালায় সরকারের উন্নয়ন রূপকল্পসমূহ বাস্তবায়নে ২০২৪ সালের মধ্যে জাতীয় আয়ে (জিডিপি) এসএমই খাতের অবদান বিদ্যমান ২৫ শতাংশ থেকে ৩২ শতাংশে উন্নীতকরণের লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। একই সাথে জিডিপিতে শিল্পখাতের অবদান বিদ্যমান ৩৫.১ ভাগ থেকে ৪০ ভাগে উন্নীত করার লক্ষ্য সরকারের। কারণ ২০৪১ সালে এসএমই খাতের ওপর ভর করে শিল্পখাতের কাঙ্ক্ষিত উন্নতি হলেই বাংলাদেশ উন্নত দেশের তালিকায় যেতে পারবে। অনুষ্ঠানে ফাউন্ডেশনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক মোঃ সফিকুল ইসলাম জানান, গত অর্থবছরে দেশের ৮টি বিভাগের ২৩টি জেলায় সফলভাবে আঞ্চলিক মেলা আয়োজনের ধারাবাহিকতায় চলতি অর্থবছরে দেশের ৮টি বিভাগের ৩১টি জেলায় আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে। জেলাগুলো হলো; পঞ্চগড়, দিনাজপুর, লালমনিরহাট, গাইবান্ধা, জয়পুরহাট, নওগাঁ, রাজশাহী, সিরাজগঞ্জ, মেহেরপুর, ঝিনাইদহ, মাগুরা, যশোর, সাতক্ষীরা, ময়মনসিংহ, শেরপুর, গাজীপুর, নরসিংদী, নারায়ণগঞ্জ, গোপালগঞ্জ, শরীয়তপুর, পটুয়াখালী, পিরোজপুর, ভোলা, সুনামগঞ্জ, মৌলভীবাজার, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, চাঁদপুর, ফেনী, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবান। তিনি জানান, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে আয়োজিত ২৩টি আঞ্চলিক এসএমই মেলার প্রতিটিতে গড়ে প্রায় ৪৭ টি প্রতিষ্ঠান অংশগ্রহণ করেছে। এসব মেলায় প্রায় ৯ কোটি ১৬ লক্ষ টাকার পণ্য বিক্রয় এবং প্রায় ৬ কোটি ৪৪ লক্ষ টাকার বিভিন্ন পণ্যের অর্ডার পাওয়া যায়। মেলায় অংশগ্রহণকারী বিভিন্ন উদ্যোক্তা এসএমই ফাউন্ডেশনের প্রশিক্ষণ, বাজার সংযোগ, পরামর্শ সেবা প্রভৃতি কর্মসূচির মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছেন। এসব মেলায় গড়ে ৬৫ শতাংশ নারী এবং ৩৫ শতাংশ পুরুষ উদ্যোক্তা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়া ২০২০ এ ঢাকায় আয়োজন করা হবে ৮ম জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা ২০২০। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জাতীয় এসএমই পণ্য মেলা উদ্বোধনের কথা রয়েছে। অনুষ্ঠানে চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে ৩১টি আঞ্চলিক পণ্য মেলা আয়োজনের রূপরেখা উপস্থাপনপূর্বক ফাউন্ডেশনের উপব্যবস্থাপনা পরিচালক এসএম শাহীন আনোয়ার বলেন, এসব মেলায় স্থানীয় পণ্য বিক্রয় করতে হবে। কোনো বিদেশি পণ্য বিক্রয় বা প্রদর্শন করা যাবে না। তিনি আরো বলেন, ফেব্রুয়ারি ২০২০-এর মধ্যে সংশ্লিষ্ট জেলা প্রশাসককে আহবায়ক, বিসিক প্রতিনিধিকে সদস্য সচিব করে এবং জেলা প্রশাসন, চেম্বার, নাসিব, মহিলা চেম্বার, বাংলাদেশ ব্যাংক, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধিকে সদস্য করে স্থানীয় মেলা কমিটি গঠন করতে পারে জেলা প্রশাসন। প্রয়জনে জেলা প্রশাসক সরকারি বেসরকারি অন্য কোনো সংস্থা'র প্রতিনিধিকেও এই কমিটির সদস্যরূপে অন্তর্ভূক্ত করতে পারেন। তিনি দ্রুত সম্ভব প্রস্তুতি সভা করে আঞ্চলিক এসএমই পণ্য মেলা আয়োজনের স্থান ও তারিখ চুড়ান্ত করারও নির্দেশনা দেন। মেলায় অংশগ্রহণের আবেদন ফরম এবং এ সংক্রান্ত বিস্তারিত তথ্য এসএমই ফাউন্ডেশন কার্যালয় এবং 'http://fair.smef.org.bd' ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে। এছাড়া, স্থানীয় ট্রেডবডিস/অ্যাসোসিয়েশন, নাসিব এবং বিসিক কার্যালয়েও আবেদন ফরমের কপি পাওয়া যাবে।

সম্পাদনা পরিষদ: এসএম শাহীন আনোয়ার, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক; মোঃ নাজিম হাসান সাত্তার, মহাব্যবস্থাপক; ফারজানা খান, মহাব্যবস্থাপক; সিরাজুল হায়দার এনডিসি, মহাব্যবস্থাপক, মুহাম্মদ মোরশেদ আলম, সহকারি মহাব্যবস্থাপক, এসএমই ফাউন্ডেশন, রয়েল টাওয়ার, ৪ পান্থপথ, ঢাকা-১২১৫। ফোন: (+৮৮০২) ৮১৪২৯৮৩, ০৯৬৬৯৩০০০০১-৪, ফ্যাক্স: ৮১৪৩০৪৪, ই-মেইল: info@smef.org.bd ওয়েব সাইট: www.smef.org.bd